বাংলাদেশ আওয়ামি লীগ অষ্টেলিয়া শাখার সম্মেলন ও, কমিটি গঠনের অবৈধ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ!

সিডনীতে দীর্ঘ এক যুগ ধরে আওয়ামিলীগ নিষক্রিয় থাকার অভিযোগ ২ বছর আগে আওয়ামিলীগের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের সম্নতি নিয়ে একটি সচল ও কার্য্যকর কমিটি গঠনের লক্ষে ডঃ শামসর রহমানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। স্বাভাবিক নিয়মে তা ৯০ দিনের বেশী থাকার কথা নয় কিন্তু ডঃ শামস দীর্ঘ ২ বছরেও তার নেতৃত্বে থেকেও যথা সময়ে তার একটি সমাদৃত কমিটি গঠণের ব্যর্থ হন তিনি। গত জুলাইতে আওয়ামিলীগের ভাব ধারায় বিশইস নয় এমন কিছু সর্মথক ও কর্মী নিয়ে জাতিয় শোক দিবসকে সামনে রেখে তড়িঘড়ি করে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন।

১৮ই জুলাই ২০০৯ কথিত সম্নেল সংগঠনের সদস্যদের উপস্তিতির কোন সাক্ষর বই না রেখে বহিরাগতদের সেখানে উপস্থিত দেখিয়ে পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠণ নাকরে উদ্দ্যেশমূলক ভঅব সভঅপতি সাধারন সম্পাদককে নির্বাচিত ঘোষনা করেন। তাতেই বোঝায়ায় তাদের নেতৃত্বে সংকট ছিল। সংকট ধামাচাপা দিতে সভঅপতি ও সাধারন সম্পাদক কে নির্বাচিত দেখিয়ে অতি গোপনে তারা দুইজনে মিলে অন্যান্য পদে তাদের পছন্দমত বিভিন্ন পদে মনোনিত করেন দরের নতুন কমিটিতে।

এরপর বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী স্মরনে ঢাকা থেকে আগত প্রধানঅতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতিয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইফ আব্দুস শহীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়র মাধ্যমে ঘোষনা করেন নতুন কমিটি । উক্তশোক দিবসের সভায় আমি উপস্থিত থেকে “জাতিয় শোক দিবস” অনুষ্ঠানে কমিটির নাম ঘোষনা বিষয়টি উচ্চারনের মুরুতেই প্রতিবাদ করলে কথিত সাধারন সম্পাদক আমাকে জানানা আপনি সম্নেলনের উপস্থিতি ছিলেন না তাই আপনি থামুন।

এমতাবস্থায় শোক সভায় উপস্থিত ডাঃ নুরুর রহমান, মোসলেউর রহমান খুসবো, ডাঃ লাভলি রহমান, শামীম আল-নোমান সহ অনেকেই আমার প্রতিবাদের সাথে কন্ঠ মিলিয়ে তারাও জোড়ালো প্রতিবাদ করেন। তারপরও উপস্থিত মামনীয় অতিথির সামনে কতিত সভাপতি এক এক করে নাম ঘোষনা করেন এবং অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে মঞ্চে দাড় করিয়ে রাকেন সকলকে। উক্ত কমিটি নাম ঘোষণার বিরুধীতা করার পরেও আমাকে মঞ্চে ডাকাহয়, তখনও আমি মঞ্চে যেতে অস্বীকার করি, তবু আমাকে কমিটিতে রেখে আমার প্রতিবাদের সাতে একমত পোষনকারিদের নাম ও তাদের পদ ঘোষণা করেন।

আবার প্রচারিত ও প্রকাশিত সংবাদে অনেককে বাদ দেওয়ার হয়! তাতে করে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক তাদের সেচ্চাচারিতা, অসংবিধানিক ও ক্ষমতা বহিভুত কার্য্য ক্রমকেই প্রমান করেছেন তারা! তবে মাননীয় প্রধানঅতিথি সূচক্ষে সেই অনুষ্ঠানের করুন দৃশ্যদেকে আওয়ামিলীগের কমিটি সর্ম্পকে কোন কথা বলেননি কারন তিনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন সিডনীতে হাজার হাজার আওয়ামিলীগের কর্মিওে সমর্থক থাকার পরেও এমন নির্জীব সামাদাঠা অনুষ্ঠান নেতৃত্ব সংকটের প্রধান কারন।

জাতির জনকের সাহাদাত বার্ষিকী সমস্ত বাঙ্গালী জাতির কাছে যেখানে একটি শোকাহত দিবস, সেখানে আওয়ামিলীগ অষ্টেলিয়া শাখা তাদের কথিত আনন্দের নব নির্বাচিত কমিটি পরিচিতি জাতিয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানটিকে আনন্দমেলায় পরিনত করেছে! সেই অনুষ্ঠান আমার মত অন্য সাধারনদেরও গভীরভাবে মর্মাহত করেছে! সেই সাথে যাত্রাশুরুর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে তারা দাড় করিয়েছেন "ডিভাইড এন্ড রোল" পরিসি। আর ঐ নোংরা নীতির মধ্যদিয়ে আওয়ামিলীগের রাজনীতিতে বিভক্তির সীমারেখা তৈরী ষড়যন্ত্রচছে বলেই আমার ধারনা। উক্ত কার্য্যকলাপে আমার ধারনা জন্মেছে যে, এ যেন ফটো শুটিংয়ের রাজনীতি ও দলীয় নেতৃত্বের বদলে চলছে "শিকারি মোরগ শিয়ালের মুখ থেকে খাটাসের মুখে" ।

আবার মঞ্চে ঘোষনা হয় ডঃ রোনাল্ড পাত্র ১। সহ-সভাপতি, মিজানুর রহমান তরুন ২। সহ-সভাপতি আলনোমান শামীমকে সাংগঠনিক সম্পাদক। পরে দেখাযায় উপরের সহ সভাপতি নিচে এবং নিচের সহ সভাপতি উপরে আবার সাংগঠণিক সম্পাদক ছবিতে আছেন মিডিয়াতে প্রকাশিত তালিকায় তার জায়গায় অন্যজনের নাম।, শুধু তাই নয়, সিডনীতে আওয়ামিলীরে ঘোর বিরুধী অন্য একটি দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মহা আনন্দে উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামিলীগের কথিত ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ! তাতে আমি আরও আতংকিত হই। তালগোল পাঁকানো কার্য্যকলাপে বুঝা যায় যে আদর্শ তাদের মুল উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য, ফোড়াকে ঘাঁ বানানো অথবা দলীয় সাইনর্বোডটি ব্যবহার করা।

এমতাবস্থায় সভাপতি সাধারন সম্পাদক কর্তৃক সম্মেলন ও কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াকে আমার মত অনেকেই অসাংবিধানিক ও সৈরাচারি প্রক্রিয়া বিধায় সমর্থন করেন না। তাছাড়া জাতিয় শোকদিবেসের শোকাভূত পরিবেশ কে যায় কমিটি গঠনের আনন্দের প্রতিকর করার ষড়যন্ত্র করেছে তাদের নেতৃত্বে আওয়ামিলীগ কখনো গতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা হতে পারেনা অতএব ইচ্ছা খুশীর এই কমিটি কোন অবস্থায়ই আমাদের কাছে গ্রহনযোগ্য নয়।

হারুন রশীদ আজাদ

অষ্ট্রেলিয়া আওয়ামিলীগের আহ্বায়ক কমিটি সদস্য

azad.harun@ymail.com